তারিখ 21 DEC 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমাদের সময়

প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি

ছোট ত্রুটিগুলো উতরে যেতে হবে

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় বাধা ছিল শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া। প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ত। সরকারের অক্লান্ত চেষ্টায় ঝরে পড়ার সংখ্যা যেমন হ্রাস করা গেছে, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ৯৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্কুলে যেত না এমন শিশুর হার কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। কমেছে স্কুল পর্যায়ে ঝরে পড়া শিশুর হার।

গত ১৬ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ সময়ে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের হারও। বেড়েছে শিক্ষার্থীদের শেখার যোগ্যতা। কমেছে ঝরে পড়ার হার। লৈঙ্গিক সমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিকে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা বেড়েছে। এত অর্জনের মধ্যেও দুঃখজনক বিষয় হলো মাতৃভাষা বাংলা শিখনে পিছিয়ে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা।

দেশের প্রাথমিক, কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চালানো গবেষণার পর 'গণসাক্ষরতা অভিযান' প্রকাশিত 'এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনটির বিষয়ভিত্তিক শিখনে অভীক্ষা প্রশ্নে দেখা যায়, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা বাংলায় পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের গবেষণায় উঠে এসেছে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৮৩.৩, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ৭৮.৭, বাংলায় ৭৩.৭, গণিতে ৬৯.২ ও ইংরেজিতে ৬২ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০০৮ সালের তুলনায় গণিতে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে– ২১.২ শতাংশ। এরপর ইংরেজিতে ১৫ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ১৫ শতাংশ। কিন্তু বাংলা বিষয়ে উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে কম, মাত্র ৭ শতাংশ।

দারিদ্র্য এ দেশের শিক্ষার অগ্রগতিতে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সেই বাধা অতিক্রম করতে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে– সব মিলিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। সরকার এরই মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু সব অর্জনই ফিকে হয়ে যাবে যদি শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায়ই পিছিয়ে থাকে। আমরা চাই সরকার এ বিষয়ে নজর দেবে এবং সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে।